Machine Translated by Google

অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা

1947 সাল। ভারতীয় উপমহাদেশ প্রায় দুইশ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পথে। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ তখন চরমে। হিন্দু-মুসলিম দুই প্রধান দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে চলছে দর কষাকষি। 1947 সালের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির ঘোষণার পর, ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার সম্ভাবনা যত ঘনিয়ে আসে, এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা প্রায় নিশ্চিত। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতকে ভাগ করতে হয়েছিল। মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্ব তার বহিঃপ্রকাশ। তৎকালীন মুসলিম লীগ, ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক মুখপত্র, ভারতের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকে ভারতে রেখে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একটি নতুন দেশ পাকিস্তান গঠনের আহ্বান জানায়। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, যে এলাকায় হিন্দু-মুসলিম মানুষ প্রায় মিলেমিশে বসবাস করে, তাদের কী হবে? সেই অঞ্চলগুলো কোথায় যোগ দেবে? ভারতে নেই পাকিস্তানে? মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে আলোচনা চলছিল। তৎকালীন ভারতের এই বিভক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে বাংলা ছিল অন্যতম। অখন্ড বাংলা হবে নাকি বাংলা ভাগ হবে তা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা ছিল। এমতাবস্থায়, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বোঝাপড়ার কারণে ভারত ও বঙ্গভঙ্গ যখন চূড়ান্ত, তখন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন, সার্বভৌম ও অবিভক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। 27 এপ্রিল 1947-এ দিল্লিতে একটি সংবাদ সম্মেলন।

বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তি

ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির বক্তৃতার পর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা বাংলার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা থেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠনের দাবি জানায় এবং পশ্চিমবঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানায় তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের নেতা ড. ভারতের স্বাধীনতার পর ভারতে। কলকাতার হিন্দুত্ববাদী সংবাদপত্র এবং বাঙালি অবাঙালি ধনী গোষ্ঠী তাদের দাবির পক্ষে এগিয়ে আসে। এমনকি কংগ্রেস, যারা এতদিন অখণ্ড ভারতের দাবিতে অটল ছিল, ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গভঙ্গ মেনে নিয়ে তার ওয়ার্কিং কমিটির সুপারিশে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

অন্যদিকে ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গ বিভাগ মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রতিফলন হওয়ায় তারাও এই দাবি মেনে নেয়। তবে বাংলার বেশ কয়েকজন মুসলিম ও প্রগতিশীল নেতা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তাদের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম প্রমুখ। বাংলাকে অবিভক্ত রাখার প্রস্তাব নিয়ে 1947 সালের জানুয়ারিতে শরৎ বসুর সঙ্গে আবুল হাশিম প্রথম বৈঠক করেন। এরপর এপ্রিল মাসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবের দাবি জানান। এপ্রিল মাসে আনুষ্ঠানিক দাবি মেনে বেঙ্গল মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতারা মে মাসে কলকাতায় শরৎ বোসের বাসভবনে বৈঠক করেন। পশ্চিমবঙ্গে শরৎ বোসের নেতৃত্বে কংগ্রেস নেতারা এই দাবিকে সমর্থন করেন। তবে মুসলিম লীগ বাংলার খাজা নাজিমুদ্দিন গ্রুপের সদস্যরা এই দাবির বিরোধিতা করেন এবং আলোচনা থেকে বিরত থাকেন। মে মাসেই বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বড় ভাই শরৎচন্দ্র বসু একক বাংলার দাবিতে সম্মত হন। মুসলিম লীগের পক্ষে আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের পক্ষে শরৎ বসু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলার অখণ্ডতা রক্ষার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যা 'বোস-সোহরাওয়ার্দী চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল যে কোনো উপায়ে বাংলার অখণ্ডতা রক্ষা করা। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিম এবং বাঙালি প্রাদেশিক কংগ্রেস লীগ নেতা কিরণ শঙ্কর রায়ও এই চুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

অখণ্ড বাংলার যৌক্তিকতা হলো এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে

বর্তমানে বাংলা দুই ভাগে বিভক্ত। একটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, অন্যটি বর্তমান বাংলাদেশ। তবে এই দুই বাংলার মানুষ ৪৭ সালে এতটা বিভক্ত হয়নি

Machine Translated by Google

একই বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় দুই দেশের মধ্যে। এটি ছিল দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে একটি রাজনৈতিক বোঝাপড়া। 46 সালের দাঙ্গা প্রকৃতপক্ষে বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব তৈরি করেছিল। তাই বঙ্গভঙ্গ কোনো সমাধান ছিল না। কারণ এপার বাংলা ও ওপার বাংলার মানুষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দুই অঞ্চলের কথ্য ভাষাও ছিল একই। ধর্ম ছাড়াও তাদের মধ্যে অনেক সাংস্কৃতিক মিল রয়েছে। কলকাতা ব্রিটিশ আমলের রাজধানী হওয়ায় অন্য বাংলা থেকে বাংলার ওপারে মানুষের আনাগোনা ছিল প্রচুর। একই সময়ে, বাংলায় যেমন অনেক হিন্দু ছিল, তেমনি বাংলার ওপারে অনেক মুসলমান ধর্মের লোক ছিল। শুধু ধর্মের অজুহাতে বাংলাকে ভাগ করার পরিকল্পনা ছিল অযৌক্তিক। তাই মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতাদের দলাদলি ও বোঝাপড়া থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাকে অক্ষত রাখার জন্য বাংলার স্থানীয় নেতাদের দাবি ছিল খুবই যুক্তিসঙ্গত।

ঐতিহাসিক কারণে অখণ্ড বাংলার যৌক্তিকতা

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলা ঐতিহাসিকভাবে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বিদ্যমান ছিল। তারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের থেকে স্বতন্ত্র এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য বিকশিত করেছে। দীর্ঘ পাঁচশত বছরের পাল আমলেও বাংলা ছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম অঞ্চল। 1342 থেকে 1548 সাল পর্যন্ত বাংলা ভারতে একটি স্বাধীন সত্তা ছিল। উপরন্তু, পরবর্তী মুঘল ও ব্রিটিশ আমলে জাতীয়তার প্রশ্নে বাংলার হিন্দু মুসলমানদের জাতীয় ঐক্যও প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক বাঙালি 1905 সালের বঙ্গভঙ্গকে মেনে নিতে পারেনি। এমনকি হিন্দুদের একটি বড় অংশ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। যদিও এর মধ্যে বেশ কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ছিল। তথাপি ঐতিহাসিকভাবে বাংলা ছিল একক সত্তা, তাই বাংলাকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং যুক্তবঙ্গ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ছিল বেশ যুক্তিসঙ্গত।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সৃষ্টিতে অখণ্ড বাংলার যৌক্তিকতা

নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। 1905 সালে বঙ্গভঙ্গ, 1911 সালে দেশভাগ রদ, দীর্ঘায়িত মুসলিম শাসন, 1937 সালে প্রাদেশিক সরকার নিয়ে মতবিরোধ, 1940 সালে মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্ব এবং বিভিন্ন সময়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা এই দূরত্বকে আরও প্রসারিত করে। কিন্তু বিভাজন-পূর্ব সময়ে, যখন মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস তাদের রাজনৈতিক সুবিধার জন্য বাংলাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছিল, তখন বাংলার প্রশ্নে বাংলার হিন্দু মুসলমানদের একমত হওয়া সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। আর তাই তৎকালীন বঙ্গীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একটি অংশ বাংলার স্বার্থ রক্ষার জন্য বাংলার হিন্দু মুসলমানদের ঐক্য গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছিল। আর পূর্বের সকল ভেদাভেদ ভুলে বাংলার হিন্দু মুসলমানদের সম্মিলিতভাবে তাদের স্বার্থ রক্ষার দাবি ছিল বেশ যুক্তিসঙ্গত।

অখণ্ড বাংলার যুক্তি হল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় স্বার্থের বাইরে বাংলার স্বার্থ রক্ষা করা।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভাজনকে তৎকালীন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক বিভাজন বললে হয়তো খুব একটা ভুল হবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একদিকে যেমন ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়, অন্যদিকে ব্রিটিশরাও খুব তাড়াতাড়ি ভারতকে স্বাধীনতা দিতে ছুটতে থাকে। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যখন ৪৮ জুনের মধ্যে ভারত থেকে তাদের শাসন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন, তখন মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ব্রিটেন থেকে আরও বলা হয়, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা শীঘ্রই একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে, ব্রিটিশ সরকার প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেশ ছাড়তে বাধ্য হবে। এমতাবস্থায় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা নিজেদের স্বার্থে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন। মুসলিম লীগ আগে থেকেই দ্বি-জাতি তত্ত্ব বাস্তবায়নে মুখিয়ে ছিল। অন্যদিকে, কংগ্রেস মুসলিম লীগের সাথে সমঝোতার কারণে ভারত ভাগের জন্য মুসলিম লীগের সাথে সম্মত হয়েছিল, পাশাপাশি বাংলা ও পাঞ্জাব। কিন্তু বাংলার স্থানীয় অনেক প্রাদেশিক নেতা সেখানে ছিলেন না

Machine Translated by Google

বাংলা বিভাগের পক্ষে। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় স্বার্থে বাংলার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এমতাবস্থায় বাংলার বেশ কয়েকজন প্রাদেশিক নেতা অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব করেন, যা বেশ যুক্তিসঙ্গত। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির জন্য মুসলিম লীগের সাথেও একমত। কিন্তু বাংলার স্থানীয় অনেক প্রাদেশিক নেতা বাংলা বিভাগের পক্ষে ছিলেন না। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় স্বার্থে বাংলার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এমতাবস্থায় বাংলার বেশ কয়েকজন প্রাদেশিক নেতা অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব করেন, যা বেশ যুক্তিসঙ্গত। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির জন্য মুসলিম লীগের সাথেও একমত। কিন্তু বাংলার স্থানীয় অনেক প্রাদেশিক নেতা বাংলা বিভাগের পক্ষে ছিলেন না। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় স্বার্থে বাংলার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এমতাবস্থায় বাংলার বেশ কয়েকজন প্রাদেশিক নেতা অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব করেন, যা বেশ যুক্তিসঙ্গত।

বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তির প্রতিক্রিয়া

কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া

কংগ্রেসের মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সহ প্রায় সমস্ত কেন্দ্রীয় নেতা বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। এমনকি আবুল হাশিম, শরৎ বোস এবং সোহরাওয়ার্দী অখন্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর কাছে গেলেও গান্ধী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরে শরৎ বোসকে একটি চিঠি লেখেন যাতে তিনি অখন্ড বাংলার প্রস্তাব থেকে বিরত থাকেন। কারণ তারা রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক উভয় কারণেই ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র চায়নি। একই সময়ে,

ব্রিটিশ আমলে কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী। তাই বাংলা স্বাধীন হলে ভারত কলকাতার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হারাবে। অন্যদিকে, আসাম যদি ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে এর মূল ভূখণ্ডের সাথে কোনো রেল যোগাযোগ থাকবে না এবং ভারতীয় ইউনিয়ন আসামের বিশাল পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ হারাবে। এমনকি কংগ্রেস হাইকমান্ডও মনে করেছিল যে, বাংলা ভাগ হলে ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে পূর্ব বাংলা বেশিদিন একা টিকে থাকতে পারবে না। তাই সুদূর ভবিষ্যতে পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়ায় যোগ দিতে বাধ্য হবে

মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা দ্বিজাতি তত্ত্বের পরিপন্থী বলে স্বাধীন যুক্তবঙ্গ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তবে পৃথক বাংলার ধারণা নিয়ে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আকরাম খান প্রথমে অখন্ড বাংলার পক্ষে ছিলেন, কিন্তু স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তির পর তিনি এর বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের অংশ হিসেবে অখণ্ড বাংলার একীকরণ দাবি করেন এবং প্রস্তাবিত স্বাধীন বাংলার বিরোধিতা করেন। তবে প্রস্তাবিত স্বাধীন বাংলা সম্পর্কে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অবস্থান ঠিক কী ছিল তা জানা যায়নি। জিন্নাহর অনুগত হাসান ইস্পাহানীর মতে, সোহরাওয়ার্দী অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠায় জিন্নাহর সমর্থন পাননি। অন্যদিকে বাঙালি লীগ নেতা মাওলানা রাগীব আহসান বলেন, সোহরাওয়ার্দী যুক্তবঙ্গ প্রতিষ্ঠায় জিন্নাহর সমর্থন পেয়েছিলেন। আরেক নেতা হুসেইন ইমাম বলেছেন যে জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দীকে বলেছিলেন যে গান্ধী এবং কংগ্রেস যদি রাজি হয় তবে তিনি এতে রাজি হবেন। যাইহোক, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে জিন্নাহ বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তির বিষয়ে সরাসরি মন্তব্য করেননি, কিন্তু জিন্নাহ তাদের সম্মিলিত নির্বাচনের পদ্ধতি পছন্দ করেননি, কারণ এটি মূলত দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে ছিল।

হিন্দু প্রতিক্রিয়া

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে অনেক হিন্দুই বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিলেন। বিশেষ করে কলকাতার হিন্দু বণিক ও অভিজাতরা বঙ্গভঙ্গের দাবি জানায়। কিন্তু তারাই 1905 সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার জরিপ অনুসারে, 98.3 শতাংশ হিন্দু বঙ্গভঙ্গের পক্ষে এবং 0.6 শতাংশ হিন্দু বাংলার অখণ্ডতার পক্ষে ছিলেন। তবে এই জরিপটি সঠিক ছিল না। কারণ প্রায় সব

Machine Translated by Google

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি হিন্দু সম্প্রদায়গুলি একটি অখন্ড বাংলাকে সমর্থন করেছিল এবং তারা তখন হিন্দু জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ছিল। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে যে, কট্টরপন্থী হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের সম্মিলিত প্রচারণা বাংলার হিন্দুদেরকে বৃহৎভাবে বিভক্ত বাংলার পক্ষে প্ররোচিত করেছিল।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া

ইউনাইটেড বেঙ্গল প্রস্তাবে ব্রিটিশ সরকারের কর্মকর্তাদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। বাংলার গভর্নর ফ্রেডরিক বারোজ এবং ভারতীয় সেক্রেটারি লিস্টওয়েল অবিভক্ত বাংলাকে স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথমে এই দাবিকে সমর্থন করেননি। পরবর্তীতে বাংলার গভর্নর ফ্রেডরিক বুরোসের প্রচেষ্টায় ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন অবিভক্ত বাংলার স্বাধীনতায় সম্মত হন। কিন্তু পরবর্তীতে কংগ্রেসের অনিচ্ছা এবং সময়ের স্বল্পতার কারণে লর্ড মাউন্টব্যাটেন আলোচনা থেকে এই দাবি বাদ দিতে বাধ্য হন।

কেন ইউনাইটেড বেঙ্গল প্রস্তাব ব্যর্থ হল?

সময় এবং দূরদর্শিতার অভাব

বিলম্বিত উদ্যোগ ছিল ইউনাইটেড বেঙ্গল প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। 1947 সালে, যখন সমগ্র ভারতবর্ষ স্বাধীনতার প্রশ্নে উত্তাল, তখন রাজনৈতিক বিভাজন এবং হিন্দু-মুসলিম সংঘাতকে পেছনে ফেলে একটি অখণ্ড স্বাধীন বাংলা গঠনের জন্য যে জনমত তৈরি করা দরকার ছিল তা তৈরি করার জন্য যথেষ্ট সময় ছিল না। একদিকে ব্রিটিশ সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষমতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছিল, অন্যদিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা তাদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। তাই স্বাধীন অখন্ড বাংলা গড়ার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মহলে আলোচিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। অনেকের মতে, ভারতীয় উপমহাদেশে তৃতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলার অভ্যুদয়ের মতো বড় দাবি ভারতের স্বাধীনতার কয়েক বছর আগে উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। এতে করে বাংলায় তৃণমূল জনসমর্থন, প্রাদেশিক নেতাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আলোচনা করার সুযোগ ছিল। বসু-সোহরাওয়ার্দী যুক্ত বাংলার প্রস্তাবে যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও সময় ও দূরদর্শিতার অভাবে অখন্ড বাংলার স্বপ্ন অধরা হয়ে পড়ে।

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে অনৈক্য

স্বাধীন বাংলার দাবি বাস্তবায়নে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তৎকালীন প্রধান দুই রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে পারস্পরিক ফলপ্রসূ আলোচনা হয়নি। এমনকি বেঙ্গল মুসলিম লীগ নিজেও দ্বিধাবিভক্ত ছিল। বেঙ্গল মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ আন্তরিকভাবে অবিভক্ত বাংলার দাবি করেছিল, কিন্তু খাজা গ্রুপ একটি স্বাধীন, অবিভক্ত বাংলার বিরোধিতা করেছিল। খাজা গ্রুপের সাথে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ ও জিন্নাহর সুসম্পর্কের কারণে সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের অখন্ড বাংলার দাবি প্রাদেশিক পর্যায়ে চাপা পড়ে যায়। অন্যদিকে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় হাইকমান্ড পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে কলকাতা ও আসাম হারাতে চায়নি। তাই, বসু-সোহরাওয়ার্দী দাবির প্রথম থেকেই কংগ্রেসের হাইকমান্ড মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, কিরণ শঙ্কর রায় এবং অন্যান্যরা বিরোধিতা করেছিলেন। আর দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের হাইকমান্ড যখন এই দাবির প্রতি উদাসীন, তখন এই দাবির বাস্তবায়ন কল্পনা।

কমিউনিস্ট ও হিন্দু মহাসভার বিরোধিতা

তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট এবং হিন্দু মহাসভা যৌথ বাংলার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গকে দেশভাগের দাবিতে হিন্দু মহাসভা ড. একই সময়ে, হিন্দু মহাসভা কলকাতার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, হিন্দুত্ববাদী সংবাদপত্র এবং হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলা ভাগের জন্য প্রচার চালায়। এটি বাংলায়, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি বিভাজনের পক্ষে জনসমর্থন তৈরি করে। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি অফ

Machine Translated by Google

ভারত একদিকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পক্ষে কথা বলে, তারা তাদের দলীয় ম্যাগাজিন 'স্বাধীনতা'-এর এক সংখ্যায় লিখেছিল যে বাংলা হবে একটি বড় বাংলা যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হবে। কমিউনিস্ট পার্টির এ ধরনের প্রচারণার ফলে বাংলার মুসলমানরা এক ধরনের অস্তিত্ব সংকটে পড়েছিল। ফলে বাংলার কিছু মুসলমান শরৎ বোস, আবুল হাশিম এবং সোহরাওয়ার্দীর প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।

চুক্তির মধ্যে অসঙ্গতি

আগেই বলা হয়েছে, বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তি এবং যৌথ বাংলার প্রস্তাব অনেক পরে দাবি করা হয়েছিল। তাই এই চুক্তিতে যৌথ বাংলার রূপরেখায় অনেক অসঙ্গতি থেকে যায়। এমনকি যদি চুক্তির প্রস্তাবগুলো শরৎ বোস নিজেই দিয়েছিলেন, সোহরাওয়ার্দীর দ্বারা বা উভয়ের দ্বারা একত্রে, কিছুই সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। কিংবদন্তি অনুসারে, শরৎ বোস নিজেই এই প্রস্তাবগুলি লিখেছিলেন এবং এই শর্তে সভায় পেশ করেছিলেন যে, বঙ্গীয় মুসলিম লীগ নেতারা এই দাবিগুলি মেনে নিলেই তিনি অখন্ড বাংলা প্রতিষ্ঠায় সম্মত হবেন। চুক্তির প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর, দৈনিক আজাদ মন্তব্য করেছিল যে শরৎ বোস যেহেতু অখণ্ড বাংলা চাননি, তাই তিনি কৌশলে আন্দোলন থেকে সরে যাওয়ার জন্য কিছু জটিল প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

প্রশাসনিক কারণে হিন্দু-মুসলিম বিভাজন

1937 থেকে 1947 সাল পর্যন্ত দীর্ঘ এক দশক মুসলমানরা বাংলার প্রশাসনে আধিপত্য বিস্তার করে। এটি মুসলমানদের প্রতি বাঙালি কংগ্রেস এবং হিন্দু অভিজাত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক বিভাজনের সৃষ্টি করেছিল। অখণ্ড ভারতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুরা মুসলমানদের থেকে পিছিয়ে পড়বে বলে তাদের মধ্যে ভয় ছিল। অন্যদিকে, পূর্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতা এবং অভিজাত গোষ্ঠী বুঝতে পেরেছিল যে তারা অখন্ড বাংলার চেয়ে বিভক্ত বাংলায় বেশি সুবিধা ভোগ করবে। তাই হিন্দু অভিজাত গোষ্ঠী, রাজনীতিবিদ এবং পশ্চিমবঙ্গের অনেক হিন্দু অখণ্ড ভারতের পরিবর্তে বিভক্ত ভারতের পক্ষে অবস্থান নেয়।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেই ব্যক্তিত্ব যিনি একটি অখন্ড ও স্বাধীন বাংলা গঠনের জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সময়ের অভাব, সাংগঠনিক দুর্বলতা, দূরদর্শিতার অভাব, মুসলিম লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্ব, হিন্দুত্ববাদ সহ শত বাধা ও অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভারত ও পাকিস্তানের বৃত্তের বাইরে তৃতীয় শক্তি হিসেবে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। - মুসলিম সংঘাত। তবে অনেক রাজনৈতিক নেতার সহযোগিতার অভাব ও ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা গঠনের প্রস্তাব ভেস্তে যায়। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী ভারত ও পাকিস্তান বিভক্তির আগের দিন পর্যন্ত তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। জটিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় সমীকরণের কারণে হয়তো অখণ্ড বাংলাকে স্বাধীন করা যায়নি, কিন্তু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তার যুক্তিবাদী, যুগোপযোগী ও দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের কারণে এখানকার বাংলার মানুষের মনে!